

সৌভাগ্যের দুয়ার

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সৌভাগ্যের দুয়ার

ড. আয়েজ বিন আবদুল্লাহ আল-করনি

অনুবাদ : মাহমুদ আহমাদ





সেবার যথে পুরোপুরি

সৌভাগ্যের দুয়ার

ড. আয়েজ বিন আবদুল্লাহ আল-করণি

অনুবাদ : মাহমুদ আহমাদ

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর- ২০২০ ইসায়ী

সফর : ১৪৪২ হিজরী

ঐতিহ্য : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক : চেতনা প্রকাশন

ইসলামী টাওয়ার (আভার গ্রাউন্ড)

১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৯৬২৪১৫০৭০

মুদ্রণ : আফতাব প্রেস, ২৬ তনুগঞ্জ লেন, কাঠেরপুর
সুত্রাপুর, ঢাকা-১১০০।

মূল্য : ২০০ টাকা

অর্পণ

আমার বাবাকে
আপনাকে দেয়ার মতো কিছু নেই আমার
কাছে।
যতটুকু আছে আপনার হাতে তাই তুলে
দিলাম।

প্রতিটি মুহূর্ত আপনি অঙ্গিত্বের নির্মাণ ও প্রতিভার উন্মেষের লক্ষ্যে ব্যয় করুন

এই বই আপনাকে মহৎরূপে গড়ে তোলবে নিঃসন্দেহে
প্রভাতের রশ্মি নিয়ে দিগন্তে সূর্যোদয় হলে আপনি
সূর্যাস্তের অপেক্ষায় বসে থাকবেন না। আজকের দিনই
আপনার বেঁচে থাকা ও জীবনযাপনের শ্রেষ্ঠ দিন।

বেঁচে থাকার সময় সেটা নয়, যেটা কল্যাণ বা অকল্যাণ
সঙ্গে করে অতীত হয়ে যায়। বেঁচে থাকার সময় সেটাও
নয়, যেটা এখনও ভবিষ্যতের কুয়াশায় আড়ালে চলে
যায়।

আজ আপনি সূর্যের যে বিকিরণ দেখছেন, দিবসের
সৌন্দর্য দেখছেন, এটাই আপনার দিন। সুতরাং এ দিনের
পরিধিতেই আপনি বেঁচে থাকুন।

এদিনটিকে আপনি সার্থক করে তুলুন। যেন আপনি
আজই জন্মেছেন, আজই আপনার মৃত্যু ঘটবে।

আপনি ফেলে আসা অতীতের ভাবনা আর অনাগত
ভবিষ্যতের ভীতিকর আলোচায়ার মাঝে পড়ে বর্তমানকে

গতিহীন করবেন না। আজকের দিনটিই হোক আপনার
ভাবনা, চিন্তা, সংহতি, কর্ম ও পরিশ্রমের সেরা দিন।
আজই আপনি সেরা কাজগুলো করুন।

অতএব আজ আপনি বিনয়াবন্ত হয়ে নামাজ পড়ুন।

আজ আপনি বেঁচে থাকুন দুঃখ, কষ্ট ও বিরক্তিবোধ ছাড়া।
আজ আপনি জীবনযাপন করুন হিংসা, দ্বেষ ও অসন্তুষ্টি
ছাড়া। আপনার মনের দেয়ালে ভাবনার তুলি দিয়ে একটি
কথা লিখে নিন : ‘আজকের দিনটিই আপনার শেষ দিন।’

আজ যখন আপনি ত্ত্বিদ্যায়ক উষ্ণ রূঢ়ি আহার করছেন,
তাহলে কেনো গতদিনের বাসি রূঢ়ি নিয়ে বা
আগামীকালের অস্তিত্বহীন রূঢ়ি নিয়ে হা-হৃতাশ করছেন?

আজ যখন আপনি মিষ্টি সুপেয় পানি পান করছেন, তখন
কেনো গতকালের লোনা পানি বা আগামী দিনের উষ্ণ
পানি নিয়ে দুশ্চিন্তায় কাতর হচ্ছেন?

আপনি যদি প্রবৃত্তিকে ধ্বংস করার জন্য দৃঢ় সংকল্প হয়ে
থাকেন, তাহলে এই দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা তাকে পরাজিত করুন:
‘আমার বেঁচে থাকার পরিধি আজকের সীমানার মধ্যেই
পরিব্যাপ্ত।’

তাই অন্যের উপকার করব।

সুন্দর ও পছন্দের বস্তু অন্যকে উপহার দেব।



রোগীর শুশ্রাব করব ।
 জানাজায় অংশগ্রহণ করব ।
 পথহারা ব্যক্তিকে পথের দিশা দেব ।
 ক্ষুধার্তকে আহার দান করব ।
 বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করব ।
 মজলুমের পাশে দাঁড়াব ।
 দুর্ভাগ্যপীড়িতকে সান্ত্বনা দেব ।
 জ্ঞানীর সম্মান করব ।
 ছেটদের উপর দয়া করব ও তাদের স্নেহ দেব ।
 বড়দের সম্মান ও শ্রদ্ধা করব ।
 আমার জীবনের পরিধি আজকের দিন পর্যন্তই ।
 অতএব, সূর্যের উদয়স্তের সাথে বিলীন হতে থাকা হে
 অতীত, আমি তোমার জন্য অশ্রু ঝরাব না । তোমার
 স্মৃতিচারণে দু'দণ্ড সময় ব্যয় করব না ।

এই বই আপনাকে আরো সন্ধান দেবে :

কীভাবে অন্যের সমালোচনার মোকাবেলা করবেন, কারো
 কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অপেক্ষায় না থাকা, কীভাবে অন্যের
 কল্যাণকামিতা হৃদয় প্রশস্ত করে, অবসরকে কর্ম দ্বারা
 ভরে তোলা, কাউকে অঙ্গের মত অনুকরণ না করা, টক
 লেবু দিয়ে মিষ্টি শরবত বানানো, তিনিই সাড়া দেন
 নিরূপায় মানুষের ডাকে, আপন পরিধি প্রশস্ত করছন, মধু
 সংগ্রহ করো তবে মৌচাক ভেঙ্গে না এবং দুনিয়াকে

বাস্তবতার চোখে অবলোকন করুন, বিপদগ্রস্তদের দেখে
মনে শক্তি অর্জন করুন।

আরো আছে, দুনিয়ার সব ভাবনা মাথায় নিয়ে ঘুরবেন না
তুচ্ছ ভাবনা যেন আপনাকে পিষ্ট না করে।

আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত নিয়ে সন্তুষ্ট থাকুন, পৃথিবীতে অন্য
কোন কিছুর প্রয়োজন হবে না আপনার।

জান্নাতের কথা স্মরণ করুন।

এই পুস্তকের সর্বশেষ শিরনামটি হচ্ছে, এভাবেই আমি
তোমাদের বানিয়েছি মধ্যপন্থী উম্মত।

একজীবনে, সুখী হতে এবং জান্নাতিদের সঙ্গি হতে, যা যা
পরামর্শ দরকার, সব আছে এই পুস্তকে।

তাই আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি জরঢ়ি ও সবার প্রিয় এই
পুস্তকটি। সবাই ভালো থাকুন। প্রতিদিন ভালো থাকুন।

মাআস্সালাম
খুরশিদ আমজাদী
স্বত্তাধিকারী, চেতনা প্রকাশন।

লেখকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর। সালাত ও সালাম আল্লাহর রাসুল,
তাঁর পরিবার ও সাহাবিদের উপর।

এটা সংক্ষিপ্ত কলেবরের গ্রন্থ। এখানে আমার ভাবনাগুলো
কলমের ভাষায় অঙ্কিত করেছি। বাইতুল্লাহর ছায়ায় বসে এ
গ্রন্থ রচনার সিদ্ধান্ত নেই।

সাআদা বা সৌভাগ্য বিষয়ক দশটিরও বেশি গ্রন্থের সারনির্যাস
আমি এখানে জমা করেছি। আমি গ্রন্থের নাম, পৃষ্ঠা নং, সূত্র
উল্লেখ করে আপনার কষ্ট বাড়াবো না। বরং আমি বহু পরিশ্রম
করে বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য এনে মলাট বন্দ করেছি। আশা
করছি আল্লাহ আমাকে এবং আপনাকেও এর দ্বারা দুনিয়ার
সংক্ষিপ্ত জীবন ও আখেরাতের অনন্ত জীবনে উপকৃত করবেন।
কারণ এই গ্রন্থ আপনার কাছে উত্তম নিরাপত্তা ও শান্তির দিকে
আহ্বান পৌছে দেবে।

চাইলে আপনি গ্রন্থটি বারবার পড়তে পারেন। বাক্যগুলোকে
বারবার পুনরাবৃত্তি করতে পারেন। বাক্যগুলোর নিচে রেখা
টেনেও রাখতে পারেন। আপনি এই বইয়ের বক্তব্য কর্মে
বাস্তবায়ন করার জন্য সচেষ্ট থাকুন। বইটি আপনার পরিবারে,
মসজিদের মিষ্ঠারে ও উপদেশের মজলিসগুলোতে পাঠ করে
শোনাতে পারেন। আপনি এটা অফিসে কোনো ড্রয়ারে বা
শয়ন কক্ষে বালিসের পাশে রেখে দিতে পারেন।

এই বইটি হবে আপনার জন্য সুগন্ধি ফুলের মত। যা বহন করতে সহজ এবং ছাণও উত্তম।

বইটি পড়ার সময় নিজেকে নিজে প্রশ্ন করুন, আপনার মননে কি কোনো পরিবর্তন এসেছে? আপনার অন্তরে কি এর কোনো প্রভাব লক্ষ করতে পারছেন? যদি এমন কিছু হয়ে থাকে, তাহলে বুঝাতে পারবো আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

সকল ইচ্ছার পিছনে রয়েছে আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া আমার করার কিছু নেই। ভরসা তার উপরই রাখছি। তার সামনেই মস্তক অবনত করছি।

আয়েয আল-করানি
রিয়াদ

সূচিপত্র

লেখকের কথা.....	১১
ভাবুন ও কৃতজ্ঞ হোন.....	১৫
যা কিছু অতীত তা অস্তিত্বহীন.....	১৯
আজই আপনার দিন.....	২৩
ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেবো না	২৯
কীভাবে অন্যের সমালোচনার মোকাবেলা করবেন.....	৩২
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অপেক্ষায় থেকো না	৩৫
অন্যের কল্যাণকামিতা হন্দয় প্রশংস্ত করে	৩৯
অবসরকে কর্ম দ্বারা ভরে তোলা	৪২
কাউকে অঙ্গের মত অনুকরণ করো না.....	৪৫
তকদির ও ফয়সালা	৪৮
দুঃখের সাথে রয়েছে সুখ.....	৫১
টক লেবু দিয়ে মিষ্টি শরবত বানাও	৫৪
তিনিই সাড়া দেন নিরূপায় মানুষের ডাকে.....	৫৮
আপন পরিধি প্রশংস্ত করুন.....	৬২
বিনিময় আল্লাহ দেবেন	৬৬

বিশ্বাসই জীবন	৭০
মধু সংগ্রহ করো তবে মৌচাক ভেঙ্গো না	৭৩
আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্ত হয়	৭৭
তারা কী হিংসা করে?!	৮১
দুনিয়াকে বাস্তবতার চোখে অবলোকন করো	৮৮
বিপদগ্রস্তদের দেখে মনে শক্তি অর্জন করুন	৮৭
নামাজের জন্য আসুন	৯২
আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট তিনিই সর্বোত্তম কর্মবিধায়ক	৯৫
আপনি বলুন, তোমরা ভ্রমণ করো পৃথিবীর বুকে.....	৯৯
ফা সাবরূন জামিল	১০২
দুনিয়ার সব ভাবনা মাথায় নিয়ে ঘুরবেন না	১০৬
তুচ্ছ ভাবনা যেন আপনাকে পিষ্ট না করে	১০৯
আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত নিয়ে সম্পর্ক থাকুন পৃথিবীতে অন্যকোন কিছুর প্রয়োজন হবে না আপনার	১১৩
জাল্লাতের কথা স্মরণ করুন	১১৮
এভাবেই আমি তোমাদের বানিয়েছি মধ্যপন্থী উম্মত	১২২
শেষ কথা	১২৬

প্রথম দুয়ার

ভাবন ও কৃতজ্ঞ হোন

আপনাকে দেওয়া আল্লাহর নেয়ামতসমূহ স্মরণ করুন। দেখতে পাবেন, খোদাপ্রদত্ত নেয়ামতরাজি আপনাকে সবদিক থেকে বেষ্টন করে আছে। আল্লাহর নেয়ামতসমূহ হিসাব করতে চাইলে দেখবেন, গুনে শেষ করতে পারছেন না।

আপনার শারীরিক সুস্থিতা, স্বদেশের নিরাপত্তা, পোশাক, আহার, পানি, বাতাস—আপনি সবই উপভোগ করতে পারছেন। আপনার কাছে রয়েছে পুরো দুনিয়ার সুখ, কিন্তু আপনি তা অনুধাবন করতে পারছেন না। আপনি একটি জীবনের অধিকারী, কিন্তু আপনি নিজে তা অনুভব করতে পারছেন না। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: ‘তোমাদের উপর তাঁর নেয়ামতসমূহ প্রকাশ্য ও গোপনীয়ভাবে পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে।’

আপনি যে আপনার পা দিয়ে হাঁটছেন, এ বিষয়ে কি কখনও ভেবেছেন? বিষয়টি কি আপনার কাছে খুব সহজ ও সাধারণ মনে হচ্ছে? কারও হয়তো একটি পা নেই, সে লাঠির

সাহায্যে চলে। কারো দুঁটো পা-ই নেই, সে নিতম্বের উপর
ভর করে চলে। অনেকে এমন আছে যে একবারেই
চলঙ্ক্রমতাইন।

বিষয়গুলোকে কখনও তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়। আপনার চোখভরা ঘূম নিয়ে ভাবুন। ভাবুন, দীর্ঘ ঘুমের ফলে আপনার মনে প্রশান্তি ফিরে আসা। আপনি পেট ভরে যজ্ঞাদার আহার করছেন। শীতল কোমল পানি পান করে পরিত্থ হচ্ছেন, কিন্তু আপনার আশপাশেই অনেক মানুষ রয়েছে, যারা খাবার উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও অসুস্থ্রতার কারণে তৃপ্তির সাথে খাবার খেতে পারছে না।

আপনার শ্রবণশক্তি নিয়ে ভাবুন। যা বধিরতা থেকে মুক্ত।
আপনার দৃষ্টিশক্তির দিকে লক্ষ্য করুন, তা অঙ্গস্থ থেকে
মুক্ত। আপনার ত্বকের দিকে লক্ষ করুন, তা কুষ্ঠ ও শ্বেতী
থেকে মুক্ত। আপনি আপনার বুদ্ধিমত্তার দিকে লক্ষ্য করুন,
আল্লাহ আপনাকে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী না বানিয়ে আপনাকে জ্ঞান-
শক্তি দান করেছেন!

আপনি কি আপনার এই দৃষ্টিশক্তির বিনিময়ে পাহাড় সমান
স্বর্ণ আয় ও অর্জন করতে চাইবেন? আপনি কি হাজার মন
রূপার বিনিময়েও আপনার শ্রবণশক্তির সওদা করতে ইচ্ছুক
হবেন?

কোটি কোটি ডলারের বিনিময়ে আপনি আপনার বাকশক্তি
বিক্রি করে মুক হয়ে থাকতে চাইবেন?

আপনি সর্বদা অগণিত নেয়ামত ও বিপুল অনুগ্রহের চাদরে
আবৃত হয়ে আছেন। কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন না।
আপনি তা অনুধাবন করতে পারছেন না। আপনি শোকে,
কষ্টে ও দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে জীবনযাপন করছেন। অথচ
আপনার কাছে উষ্ণ রংটি আছে। শীতল পানি আছে।
আপনার চোখ ভরে ঘুম হয়। আপনি শারীরিক ভাবে সুস্থ।

আপনার যা নেই তা নিয়ে ভাবছেন। কিন্তু যা আছে তার
কদর করছেন না। আপনি আর্থিক লোকসানের কারণে
অস্বত্তিতে ভুগছেন। অথচ আপনার হাতে রয়েছে
সৌভাগ্যের জীয়নকাঠি। আপনার কাছে রয়েছে কল্যাণ,
সৌভাগ্য ও নেয়ামতের বিশাল ভাণ্ডার। কাজেই আপনি
ভাবুন ও কৃতজ্ঞ হোন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :
'তোমাদের নিজেদের মধ্যে রয়েছে (নির্দর্শন), তোমরা কী
দেখতে পাও না?'

আপনি নিজেকে নিয়ে ভাবুন। আপনাকে প্রদত্ত অগণিত
নেয়ামতের কথা ভাবুন। আপনার সুন্দর পরিবার ও
পরিপাটি বাসগৃহের কথা ভাবুন। আপনি আপনার
সম্মানজনক কর্ম, সুস্থান্ত্র ও সৎ বন্ধুবান্ধবের কথা ভাবুন।
আপনাকে ঘিরে থাকা জগত নিয়ে ভাবুন।

কিন্তু মানব হৃদয়ে তারপরও কৃতজ্ঞতাবোধ আসে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : ‘তারা আল্লাহর নেয়ামত চিনতে পারে। অনন্তর তারা সেগুলোকে অস্বীকার করে।’

তাই আপনি ভাবুন। অনুধাবন করুন এবং কৃতজ্ঞ হোন।

বিতীয় দুয়ার যা কিছু অতীত তা অস্তিত্বহীন

অতীত স্মরণ করা, অতীত দ্বারা প্রভাবিত হওয়া, অতীতের কোনও কষ্টের কথা মনে করে দৃঃখ পাওয়া বোকামি আর পাগলামি ছাড়া কিছুই নয়। অতীতের দুর্ভাবনা হলো ইচ্ছাকে গলাটিপে মারা ও যাপিত জীবনকে ক্লিষ্টতায় নিষ্কেপ করার নামান্তর।

জ্ঞানীরা বলেন, অতীতের নাটাই দিয়ে কল্পনার সুতো গোটানো যায়, কিন্তু তাকে কখনও চোখে দেখা যায় না। অতীতের দৃঃখ চর্চা মানুষকে ভুলোমনা করে তোলে। অতীতের দৃঃখ চর্চা মানুষকে অনাকাঙ্ক্ষার শক্তিশালী প্রকোষ্ঠে বন্দি করে ফেলে। সেখান থেকে সে আর মুক্ত জগতে বেরোতে পারে না। অতীতের ব্যর্থতার চর্চা মানুষের চারপাশের জগতকে অন্ধকার করে তোলে। ফলে সে আর আলোর দেখা পায় না। কারণ অতীত বিগত হয়ে গেছে ও ফুরিয়ে গেছে। তাই সে আর মানব মননে প্রদীপ হয়ে আলো দান করতে পারে না।

দুঃখ প্রকাশ করে অতীতকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। শত চেষ্টা ও কৌশল প্রয়োগের পরও অতীতে হয়ে যাওয়া ভুল কাজটিকে শুন্দ করা যাবে না। শত উদ্বেগ ও উৎকর্ষ অতীত ক্ষতকে সারিয়ে তুলতে পারে না। বিষণ্ণতাও তাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারবে না। কারণ অতীত এখন মহাকালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তুমি তো অতীতের দুঃস্বপ্ন ও হারানো বস্ত্র ছায়া অবলম্বন করে সারাটি জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে না!

তুমি অতীতের অস্পষ্ট আশ্রয় ছাড়ো ও তাকে দূরে সরিয়ে দাও। তুমি কি নদীকে স্নোতের বিপরীত দিকে ঠেলে দিতে পারবে? পারবে মধ্যদুপুরে সূর্যকে তার উদয়স্থলে ফিরিয়ে আনতে? পারবে কি মানবশিশুকে মাতৃগর্ভে ফিরিয়ে দিতে? পারবে কি দোহনকৃত দুধ ওলানে ও ঝরে পড়া অশ্রুকে চোখে ফিরিয়ে নিতে? বরং তুমি তো হারানো দিনগুলোর উৎকর্ষার অনলে দপ্ত হয়ে, তা নিয়ে আফসোসে নিপতিত হয়ে দুঃখজনক, ভীতিকর ও মারাত্মক পরিস্থিতির শিকার হয়ে আছো।

তোমার অতীত জীবন-গ্রন্থ বারবার পাঠ করতে থাকা মানে হলো বর্তমানের সুযোগগুলো বিনষ্ট করা, শ্রমের অপচয় করা ও চলমান সময়কে উপেক্ষা করা। আল্লাহ কুরআনে বিভিন্ন লোকদের কর্মকাণ্ডের বিবরণ দিয়ে বলেছেন : ‘এরা এমন এক কওম, যারা বিগত হয়ে গেছে।’ প্রথিবীতে

তাদের ভূমিকা শেষ হয়ে গেছে। তাদের বিষয়ে ফয়সালা করে দেওয়া হয়েছে। অতীতের মৃতদেহের ব্যবচ্ছেদ করে কোনও লাভ নেই। সময়ের চাকা যেহেতু উলটো ঘোরানো যায় না, তাই ইতিহাসের চাকাও উলটো ঘোরানোর চেষ্টা করা বেফায়দা।

যারা সবসময় অতীতের দুঃখ চর্চা নিয়ে পড়ে থাকে ও অতীত নিয়ে হা-হ্তাশ করে, তাদের উদাহরণ হলো এমন ব্যক্তির মতো, যে পেষা আটা আরেকবার যাতায় ঢেলে পিষছে। সে কাঠের গুড়া করাত দিয়ে কাটছে। তারা কাজের কাজ তো কিছুই করতে পারছে না, খামাখা শ্রম ব্যয় করছে।

পুরনো যুগে অতীত নিয়ে কাউকে আফসোস করতে দেখলে বলা হতো, ‘মৃতদের তুমি করব থেকে তুলে এনো না।’

আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা ও বিপদ হলো, আমরা বর্তমান সুযোগ ও সুস্থিতিকে উপেক্ষা করে অতীত দুঃখ চর্চায় নিমগ্ন হয়ে থাকি। আমরা সুন্দর সাজানো প্রাসাদ ছেড়ে ধ্বংসাবশেষের জন্য বিলাপ করি। যদি জিনজাতি ও মানবজাতির সকলে মিলেও অতীতকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে, তবুও তারা সক্ষম হবে কি? কারণ এ কাজ একেবারেই অসম্ভব।

জীবনের চলার পথে পিছন ফিরে তাকানো উচিত নয়। বায়ু
সর্বদা সামনের দিকে এগিয়ে যায়। স্নোত সামনের দিকে
ভেসে যায়। কাফেলা সামনে এগিয়ে চলে। কাজেই তুমি
জীবনের সুনির্ধারিত বিধি উপেক্ষা করে পিছনের দিকে
তাকিয়ে থেকো না।



তৃতীয় দুয়ার আজই আপনার দিন

প্রভাতের রশ্মি নিয়ে দিগন্তে সূর্যোদয় হলে আপনি সূর্যাস্তের অপেক্ষায় বসে থাকবেন না। আজকের দিনই আপনার বেঁচে থাকা ও জীবনযাপনের শ্রেষ্ঠ দিন।

বেঁচে থাকার সময় সেটা নয়, যেটা কল্যাণ বা অকল্যাণ সঙ্গে করে অতীত হয়ে যায়। বেঁচে থাকার সময় সেটাও নয়, যেটা এখনও ভবিষ্যতের কুয়াশায় আড়ালে চলে যায়।

আজ আপনি সূর্যের যে বিকিরণ দেখছেন, দিবসের সৌন্দর্য দেখছেন, এটাই আপনার দিন। সুতরাং এ দিনের পরিধিতেই আপনি বেঁচে থাকুন।

মনে করুন, আপনি শুধু আজকের দিনই বেঁচে থাকবেন। সুতরাং এ দিনের পরিধিতেই বেঁচে থাকুন, এদিনটিকে আপনি সার্থক করে তুলুন। যেন আপনি আজই জন্মেছেন, আজই আপনার মৃত্যু ঘটবে।

আপনি ফেলে আসা অতীতের ভাবনা আর অনাগত ভবিষ্যতের ভীতিকর আলোচায়ার মাঝে পড়ে বর্তমানকে গতিহীন করবেন না। আজকের দিনটিই হোক আপনার

ভাবনা, চিন্তা, সংহতি, কর্ম ও পরিশ্রমের সেরা দিন। আজই
আপনি সেরা কাজগুলো করুন।

অতএব আজ আপনি বিনয়াবন্ত হয়ে নামাজে দাঁড়ান।

তারতিলের সাথে তিলাওত করুন।

হৃদয়ের গভীর থেকে আল্লাহকে স্মরণ করুন।

ভারসাম্য বজায় রেখে কাজ করুন।

চরিত্র আরো সুন্দর করুন।

ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট থাকুন।

শরীর গঠনের দিকে লক্ষ রাখুন।

এবং অন্যদের উপকার করুন।

আজ যে দিনটি আপনি যাপন করছেন তার সময়গুলোকে
রঞ্চিনের আওতায় সাজিয়ে নিন। এর একেকটি মিনিট
থেকে আপনি এক এক বছরের উপকার সংগ্রহ করুন। এর
একেকটি মুহূর্ত থেকে এক মাস পরিমাণের ফায়দা আয়
করুন।

আজ আপনি শুধু কল্যাণ করুন।

সুন্দরের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করুন।

অপরাধ থেকে তাওবা করুন।

স্বষ্টাকে স্মরণ করুন।



অনন্ত যাত্রার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

সর্বোপরি আজকের দিনটি আপনি খুশি, আনন্দ ও প্রশংসনের
সাথে যাপন করুন।

আজ আপনাকে প্রদত্ত রিজিক নিয়ে সন্তুষ্ট থাকুন।

আপনার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, চাকরি, বাসগৃহ ও আপনার কর্ম
নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট থাকুন।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

‘সুতরাং আপনি গ্রহণ করুন যা আমি আপনাকে দিয়েছি
আর কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হোন।’¹

আজ আপনি বেঁচে থাকুন দুঃখ, কষ্ট ও বিরক্তিবোধ ছাড়া।
আজ আপনি জীবনযাপন করুন হিংসা, দ্বেষ ও অসন্তুষ্টি
ছাড়া। আপনার মনের দেয়ালে ভাবনার তুলি দিয়ে একটি
কথা লিখে নিন : ‘আজকের দিনটিই আপনার শেষ দিন।’

আজ যখন আপনি তৃষ্ণিদায়ক উষ্ণ রূঢ়ি আহার করছেন,
তাহলে কেনো গতদিনের বাসি রূঢ়ি নিয়ে বা আগামীকালের
অঙ্গিত্তুহীন রূঢ়ি নিয়ে হা-ভৃতাশ করছেন?

আজ যখন আপনি মিষ্টি সুপেয় পানি পান করছেন, তখন
কেনো গতকালের লোনা পানি বা আগামী দিনের উষ্ণ পানি
নিয়ে দুশ্চিন্তায় কাতর হচ্ছেন?

১. সুরা আরাফ-১৪৪

যে কোনো প্রকার সম্পর্কে বিবেচনা করা হয় নি।